অধ্যায় ৪ : তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ

বিন্যাসক্রম

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৪.২ পরিচিতি

৪.৩ তথ্য ও তার উৎস

৪.৩.১. প্রাথমিক তথ্য-উৎস

৪.৩.২. গৌণ তথ্য-উৎস

৪.৩.৩. টার্শিয়ারি তথ্য-উৎস

৪.৪ তথ্য সংগ্রহ

৪.৪.১. প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ

৪.৪.১.১ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

৪.৪.১.২. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

৪.৪.১.৩. প্রশ্নাবলি দ্বারা তথ্য সংগ্রহ

৪.৪.২. সেকেন্ডারি ডাটা সোর্স্

৪.৫ তথ্যে প্রক্রিয়াকরণ

৪.৫.১. ডাটা এডিটিং

৪.৫.২. ডাটা কোডিং

৪.৫.৩. তথ্যের শ্রেণিকরণ

৪.৫.৪. তথ্য তালিকাবদ্ধকরণ

৪.৬ তথ্যর বিশ্লেষণ

৪.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

৪.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৪.৯ অতিরিক্ত পঠন

৪.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৪.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- গবেষণার তথ্য ও তার উৎস সম্পর্কে জানবেন।
- গবেষণার তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সংগৃহীত তথ্য-বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানবেন।

৪.২ পরিচিতি

গবেষণা হল একটি অনুসন্ধানমূলক কাজ। অনুসন্ধানে তথ্য হল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে খুঁজে বের করতে হয়। অর্থাৎ তথ্য যেখানে পাওয়া যায়, তাকে তথ্যের উৎস বলে। তথ্য বিভিন্ন স্থানে থাকতে পারে। গবেষণার সমস্য অনুসারে যেধরনের তথ্য আমাদের প্রয়োজন, সেই অনুসারে তথ্যের উৎস ঠিক করতে হবে। তার পরে তথ্যগুলোকে সংগ্রহ করতে হবে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই তথ্য ও তার সংগ্রহ প্রণালী বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব।

৪.৩ তথ্য ও তার উৎস

গবেষণার কাজে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল তথ্য বা Data। তথ্য না থাকলে গবেষণার কাজ এক পাও এগোবে না। তাই একজন গবেষককে বিষয় নির্বাচন করার পরেই প্রথম যে কাজটি করতে হয়, সেটি হল তথ্য সংগ্রহ। তথ্যের উৎসের উপর নির্ভর করে, তথ্যকে দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা — প্রাথমিক তথ্য-উৎস (Primary Data Source) ও গৌণ তথ্য-উৎস (Secondary Data Source)। এছাড়া প্রাথমিক ও গৌণ-উৎসকে কেন্দ্র করে সম্মিলিত কোনো উৎস তৈরি হলে তাকে টার্শিয়ারি তথ্য-উৎস (Tertiary Data Source) বলা হয়।

৪.৩.১. প্রাথমিক তথ্য-উৎস (Primary Data Source)

গবেষণার ক্ষেত্রে মৌলিক উপাদানগুলিই হল প্রাথমিক তথ্য। যে-সমস্ত উৎস থেকে এই মৌলিক উপাদানগুলি পাওয়া যায়, সে-সমস্ত উৎসই হল প্রাথমিক তথ্য-উৎস। যেমন সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক বা লেখকের মৌলিক সাহিত্যগুলি। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস গবেষণার বিষয় হলে প্রাথমিক তথ্য উৎস হবে গোরা, চতুরঙ্গ ইত্যাদি মূল উপন্যাসগুলি। কিন্তু যদি ভাষা কিংবা লোকসংস্কৃতি গবেষণার বিষয় হয়, তবে সমাজ বা ক্ষেত্রে থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিই হবে প্রাথমিক তথ্য-উৎস।

৪.৩.২. গৌণ তথ্য-উৎস (Secondary Data Source)

প্রাথমিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যে তথ্য ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাকেই গৌণ তথ্য-উৎস বা Secondary Data Source বলা হয়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা, প্রবন্ধ, জার্নাল লেখা, সমালোচনামূলক গ্রন্থ, টীকা-ব্যখ্যা মূলক গ্রন্থ, অভিধান, কোষ জাতীয় গ্রন্থ, আন্তর্জালিক আলোচনা ইত্যাদি বিষয়গুলি গৌণ তথ্যের মধ্যে পড়ে।

৪.৩.৩. টার্শিয়ারি তথ্য-উৎস (Tertiary Data Source)

গৌণ তথ্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যে তথ্য-উৎস প্রস্তুত করা হয়, তাকে তৃতীয় শ্রেণির বা টার্শিয়ারি তথ্য-উৎস বলে। সাধারণত প্রাথমিক ও গৌণ তথ্যের উল্লেখ করে যে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়, অর্থাৎ কোন সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত বৃহত্তর গবেষণার জন্য প্রাথমিক ও গৌণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, তা-ই হল তৃতীয় শ্রেণির তথ্য-উৎস (Tertiary Data Source)। এই তথ্য-উৎস আলাদা কোন উৎস নয়। কোন একটি সুচিন্তিত গবেষণার জন্য প্রাথমিক ও গৌণ উৎসের তথ্যগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে, অপ্রয়োজনীয় তথ্য দূর করে, প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোকে চিহ্নিত করে যে চুড়ান্ত তথ্য-উৎস তালিকাবদ্ধ করা হয়, তাকেই Tertiary Data Source বা তৃতীয় শ্রেণির তথ্য-উৎস বলা হয়।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। টার্শিয়ারি তথ্য-উৎস সম্পর্কে আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৪.৪ তথ্য সংগ্রহ

একটি উত্তম গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম কাজ হল গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। গবেষক তাঁর গবেষণাকর্মের জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করেন তা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। উপরের আলোচনা অনুসারে গবেষকদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যসমূহকে সামগ্রিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় —প্রাইমারি বা প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি বা গৌণ তথ্য। কিন্তু তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সংগ্রহ কথাটির একাধিক তাৎপর্য রয়েছে। সংগ্রহ বলতে যেকোন খেয়াল-খুশী মতো সংগ্রহ অথবা শখের সংগ্রহ হতে পারে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসারে সংগ্রহও হতে পারে। তবে গবেষণার তথ্য কিছু পদ্ধতিকে অনুসরণ করে সংগ্রহ করতে হয়। যেকোন গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে হলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, তা নিচে আলোচনা করা হল।

৪.৪.১. প্রাইমারি বা প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ

গবেষক যখন কোন নির্বাচিত গ্রন্থ অথবা নির্বাচিত লেখকের উপর গবেষণা করেন, তখন সেই নির্বাচিত গ্রন্থ বা নির্বাচিত লেখকের গ্রন্থগুলোকে প্রাথমিক তথ্য বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু গবেষক যদি কোনো ক্ষেত্র (Field)-কে কেন্দ্র করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে যান, সেক্ষেত্রে এক বা একাধিক তথ্যদাতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করা তথ্যকে Primary Data বা প্রাথমিক তথ্য বলা হয়। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ।

৪.৪.১.১. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

ক্ষেত্রসমীক্ষা মূলক গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে তথ্য সংগ্রহের বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি। Willam J. Goode এবং Paul K. Hatt তাঁদের Methods in Social Research গ্রন্থে বলেছেন —

"Science begins with observation and must ultimately return to observation for its final validation."

বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা 'পর্যবেক্ষণ' কথাটা ব্যবহার করে থাকি। আমরা সব সময়ই কিছু না কিছু পর্যবেক্ষণ করে চলেছি। তবে সেগুলি সাধারণ পর্যবেক্ষণ। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক গবেষণায় বিজ্ঞাননিষ্ঠ পর্যবেক্ষণকেই বিবেচনা করা হয়। পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন তথ্য লাভ করা যায় এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। পর্যবেক্ষণ গভীর হলে অথবা বহুমাত্রিক পর্যবেক্ষণের অধিকারী হলে গবেষকদের বিশ্লেষণ প্রখর হয়। পর্যবেক্ষণ, একজন গবেষককে, পরিবেশ বা context–এর সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ স্থাপন করায়। পর্যবেক্ষণেরও আবার কয়েকটি ধরন রয়েছে।

(ক) পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন: একজন গবেষক যখন সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেখানকার নানা বিষয়কে লক্ষ করেন, তখন তাকে Participant Observation বলে।

(খ) নন-পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন: গবেষক যদি মূল বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে পার্টিসিপেট না করে, দূর থেকেই সব কিছু পর্যবেক্ষণ করেন তখন তাকে নন-পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন বলে।

(গ) কনট্রোল্ড অবজারভেশন: যে বিষয় সংগ্রহ করা হচ্ছে, বা যে বিষয়ের উপরে গবেষণার কাজ চলছে, গবেষক যদি তার উপরে কোন রকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করতে চান, তখন তাকে বলা হয় কনট্রোল্ড অবজারভেশন।

(ঘ) আন-কনট্রোল্ড অবজারভেশন: যে বিষয় সংগ্রহ করা হচ্ছে, বা যে বিষয়ের উপরে গবেষণার কাজ চলছে, তার উপর কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ না করে, যদি বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় আন-কনট্রোল্ড অবজারবেশন।

৪.৪.১.২. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

ক্ষেত্রসমীক্ষার গবেষণার সময় সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষাৎকারের পদ্ধতিকে Verbal Method–ও বলা হয়। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে, প্রশ্নকর্তা, উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়াকে বা উত্তরকে সংগ্রহ করেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। ইন্টারভিউ করার জন্য যে প্রশ্নমালা থাকে, সেই প্রশ্নগুলিকে Interview Schedule বা Questionnaire বলে। Schedule হল একপ্রকার প্রশ্নগুচ্ছ, যা একজন গবেষক তথ্যদাতার সঙ্গে কথা বলে পূরণ করে থাকেন। ড: রেবতী মোহন সরকার, শিডিউল্ড মেথড সম্পর্কে লিখেছেন —

"কোন বিশেষ ধরনের অনুমান বা ধারণার পরীক্ষা করে রচিত একটি প্রশ্নমালার নাম হল অনুসূচি বা সিডিউল (Schedule)। অনুসূচিতে স্থানপ্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নগুলি সমীক্ষক নিজে সংবাদ দাতার সম্মুখে উপস্থাপনা করেন। তারপর সংবাদদাতা প্রদত্ত উত্তরগুলি নিজেই লিপিবদ্ধ করেন।"

ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের কিছু প্রকারভেদ আছে। সাধারণত, ইন্টারভিউয়ের ছ-টি প্রকারভেদ দেখা যায়। সেগুলো নিম্নরূপ —

(ক) স্ট্রাকচারড ইন্টারভিউ
(খ) নন-স্ট্রাকচারড ইন্টারভিড
(গ) ফোকাসড্ ইন্টারভিউ
(ঘ) রিপিটেটিভ ইন্টারভিউ
(ঙ) পার্সোনাল ইন্টারভিউ
(চ) গ্রুপ ইন্টারভিউ

সাক্ষাৎকারের এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

(ক) স্ট্রাকচারড ইন্টারভিউ: Structured Interview-এর ক্ষেত্রে, কোন গবেষক, একটি প্রশ্নমালা (Questionnaire) তৈরি করেন এবং সেই প্রশ্নমালা অনুসারে একাধিক লোকের সাক্ষাৎকার নিয়ে, তাদের ভাবনাকে জানার চেষ্টা করেন এবং লিপিবদ্ধ করেন।

(খ) নন-স্ট্রাকচারড ইন্টারভিউ: Non-Structured Interview এক ধরনের খোলামেলা কথোপকথন বা জিজ্ঞাসাবাদ। এখানে সুনির্দিষ্ট কোন প্রশ্নমালা থাকে না। এক্ষেত্রে গবেষক তাঁর প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা মাথায় রেখে, যে কোনো রকম প্রশ্নই করতে পারেন।

(গ) ফোকাসড্ ইন্টারভিউ: কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে যদি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়ে থাকে, তখন তাকে Focussed Interview বলে।

(ঘ) রিপিটেটিভ ইন্টারভিউ: কোন সামাজিক পরিবর্তন (Social Change), অথবা সমাজের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাকে বুঝতে গেলে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একই সাক্ষাৎকার, পর পর গ্রহণ করতে হয়। একে পৌনঃপুনিক সাক্ষাৎকার বা Repetitive Interview বলে।

(ঙ) পার্সোনাল ইন্টারভিউ: কেবল একজন তথ্যদাতাকে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করার রীতিকে Personal Interview বলে। সাধারণত সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে, নির্বাচিত লেখক যদি বেঁচে থাকেন, সে-ক্ষেত্রে এই ধরনের সাক্ষাৎকারের বিশেষ প্রয়োজন হয়। তাছাড়া বিশেষ কোন একজন বৃহৎ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গবেষণা করতে গেলে, সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

(চ) গ্রুপ ইন্টারভিউ: কোন গবেষক, একই সঙ্গে একাধিক তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে, তাকে Group Interview বলা হয়।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৪.৪.১.৩. প্রশ্নাবলি দ্বারা তথ্য সংগ্রহ

প্রশ্নবলি দ্বারা তথ্য সংগ্রহ হল একটি বিজ্ঞাননিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে ইংরেজিতে Questionnaire Method বলা হয়। এই পদ্ধতিতে গবেষক প্রথমে তাঁর সংগৃহীত বিষয়ের উপর একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে তথ্যদাতাদের কাছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রবন্ধুর (যাঁরা উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রে থেকে গবেষককে সমীক্ষায় সাহায্য করেন) কাছে ডাকযোগে বা অন্য কোনো Digital Media যোগে প্রেরণ করেন, যা প্রধানত তথ্যদাতাগণ বা ক্ষেত্রবন্ধুগণ পূরণ করে থাকেন। ইন্টারভিউ পদ্ধতিতে গবেষক নিজে যে প্রশ্নগুচ্ছ ধরে সাক্ষাৎকার নিয়ে থাকেন, তাকেও কোয়েশ্চেনিয়ার বলা হয়। কিন্তু সে-প্রশ্নমালা গবেষকের মন-মর্জি অনুসারে সংক্ষিপ্ত হতে পারে। কিন্তু Questionnaire Method-এর প্রশ্নমালা পূর্ণাঙ্গ হতে হবে। তথ্যদাতার কোন ধরনের তথ্য যেমন তাঁর ব্যক্তিগত তথ্য ও বিষয়গত তথ্যের কোন কিছুই যাতে বাদ না পড়ে। আবার কোন গবেষক এবার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নমালা প্রস্তুত করে নিলে, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি এবং Questionnaire Method উভয় ক্ষেত্রেই সেটি ব্যবহার করতে পারেন।

৪.৪.২ গৌণ তথ্য সংগ্রহ

নির্বাচিত গ্রন্থাদি অথবা তথ্যদাতা ছাড়া, বিভিন্ন লিখিত উৎস, অতীতের গবেষণার লিখিত বা মুদ্রিত উপাদান, দলিল-দস্তাবেজ, সংবাদ পত্র, স্মারক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, চিঠিপত্র, সরকারী কাগজ, মিটিং-এর মিনিটস, ব্যক্তিগত ডায়েরী, হ্যান্ড আউট, লিফলেট, অন্যান্য গ্রন্থ ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে Secondary Data এবং উক্ত উৎসগুলিকে Secondary Source বলে। মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে কোন সাহিত্যিকের আকর গ্রন্থগুলোও কিন্তু মুদ্রিত ও অ-মুদ্রিত উভয় রূপেই পাওয়া যেতে পারে। সেগুলো কিন্তু প্রাথমিক তথ্য।

যাই হোক, এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হলেও নানা ধরনের পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করতে হতে পারে। যেমন, বাজারে প্রাপ্ত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা জার্নাল ইত্যাদি ব্যক্তিগত ভাবে ক্রয় করে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বাজারে বর্তমানে অপ্রাপ্ত, কিন্তু এক সময়ের প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা জার্নাল ইত্যাদি বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি গ্রন্থাগারে পাওয়া যেতে পারে। সেজন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করা অবশ্যকর্তব্য। তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমস্ত ধরনের গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তার জন্যও গ্রন্থাগার পরিদর্শন করা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। তাছাড়া অনেক তথ্যই ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বা ডেটাবেস-এ পাওয়া যায়। সেখান থেকেও গবেষক প্রাথমিক বা গৌণ উভয় প্রকার গ্রন্থাদি সংগ্রহ করতে পারে।

৪.৫ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

তথ্যবিশ্লেষণের মূল পর্যায়ে যাওয়ার আগে তথ্যগুলোকে প্রসেস বা প্রক্রিয়াকরণ করতে হয়। যে তথ্যগুলো গবেষক সংগ্রহ করেন, সেগুলোকে কাঁচামাল বলা যেতে পারে। সেগুলো আগোছালো বা মিশ্রিত রূপে থাকে। বিভিন্ন ধরনের তথ্য একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে থাকে। তাই সঠিক ভাবে সেগুলোকে ধরন অনুসারে আলাদা না করলে কাজ করা কঠিন। তাই তথ্য-বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে

তথ্যগুলির প্রক্রিয়াকরণ করা খুব জরুরি। তথ্য প্রক্রিয়াকরণে প্রধান চারটি কাজ করতে হয়। এগুলো হল —

Editing
Coding
Classification
Tabulation

৪.৫.১. ডাটা এডিটিং

সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা-পূরণ, লেখিত নোট ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর ক্ষেত্রে এডিটিং প্রয়োজনীয়। প্রাথমিক তথ্যগুলো সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হল কি না, তা বিচার করে দেখা দরকার। পরিসংখ্যান দেখে প্রয়োজন মাফিক তথ্যের সামান্য রদ-বদল করে নিতে হয়।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। ডাটা এডিটিং বলতে কী বোঝেন? (৮০ শব্দের মধ্যে)

৪.৫.২. ডাটা কোডিং

বিভিন্ন তথ্যকে সঠিক ভাবে ধরন অনুসারে কোনো কোড দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়। সংখ্যাবাচক বা বর্ণবাচক কোড হতে পারে। যেমন ছড়া = ১, ধাঁধা = ২, প্রবাদ = ৩, কিংবদন্তি = ৪ ইত্যাদি। এই হিসাব অনুসারে কোড-৩ বললে প্রবাদ বুঝব।

৪.৫.৩. তথ্যের শ্রেণিকরণ

সমধর্মী বিষয়গুলিকে এক শ্রেণিতে রাখার প্রক্রিয়াকেই তথ্যের শ্রেণিকরণ বলা হয়। শ্রেণিকরণ মূলত বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে বিশেষ ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলে। যেমন লোকসংস্কৃতির একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র হল লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হল লোককথা। এর আবার বিশেষ ক্ষেত্রগুলি হল রূপকথা, কিংবদন্তি, মিথ, ব্রতকথা, নীতিকথা ইত্যাদি। প্রয়োজনে এগুলোর প্রতিটির আরও কিছু বিশেষ রূপ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এভাবে শ্রেণিকরণ করলে পরবর্তী পদক্ষেপ অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

৪.৫.৪. তালিকাবদ্ধকরণ বা ট্যাবুলেশন

কোনো গবেষণায় পরিসংখ্যানগত তথ্য থাকলে তার তালিকা তৈরি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে ট্যাবুলেশনের কাজ শুদ্ধ-বিজ্ঞানে যতটা প্রয়োজনীয়, সাহিত্য, সংস্কৃতি বা সমাজ গবেষণায় ততটা কার্যকরী নয়। তবে ইদানিংকালে সমাজ-সংস্কৃতিমূলক গবেষণাতেও ট্যাবুলেশনের অনুসরণ দেখা যাচ্ছে।

৪.৬ তথ্য বিশ্লেষণ

সঠিক ভাবে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ হয়ে গেলে, পরবর্তী পদক্ষেপ হল, বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণ বলতে তথ্যের পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা —দুটোই বোঝায়। পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা করে, গবেষকের নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে অথবা কোনো বিশেষ তত্ত্বকে সামনে রেখে একজন গবেষক বিশ্লেষণ করে নতুন চিন্তা তুলে ধরবেন। অথবা তথ্য-প্রক্রিয়াকরণ করতে করতে গবেষকের যদি মনে হয় যে, সংগৃহীত তথ্যগুলোকে নতুন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে, তাহলে তিনি নতুন কোনো তত্ত্ব-চিন্তা তৈরি করতে পারেন এবং সেই মতো নতুন রূপে তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারেন। গবেষণার বিশ্লেষণ অংশেই এই সব মৌলিকতার দিক ধরা থাকে। বিশ্লেষণ অংশ এবং সিদ্ধান্তের মধ্যেই গবেষকের চিন্তার মূল বিষয় ধরা পড়ে। এই ধরনের নতুন চিন্তামূলক বিশ্লেষণ না থাকলে কোনো গবেষণা সন্দর্ভই মৌলিক বলে গণ্য হবে না। 'বিশ্লেষণ' অংশটি গবেষণা সন্দর্ভে কীভাবে থাকবে, সেটা গবেষককেই নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত, গবেষণাকর্মে সমগ্র বিষয়টিকে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণের জন্য কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজন করতে হয়। তার পর অধ্যায় অনুসারে ক্রমানুসারে বিভিন্ন তথ্যের বিবরণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সন্নিবেশ করা হয়। তবে বিশ্লেষণ দুভাবে করা যেতে পারে — (ক) অধ্যায়ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং (খ) সামগ্রিক বিশ্লেষণ।

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সেই অধ্যায়ের বিশ্লেষণ থাকলে, তাকে 'অধ্যায়ভিত্তিক বিশ্লেষণ' বলা যায়। আবার প্রথমে কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে সংগৃহীত তথ্যের বর্ণনা প্রদান করে শেষে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে সমস্ত অধ্যায়ের বিশ্লেষণ করলে, তাকে 'সামগ্রিক বিশ্লেষণ' বলা যায়। উভয় প্রকার বিশ্লেষণের একটি করে দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

দৃষ্টান্ত-১: অধ্যায়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ছড়ায় লোকশিক্ষা
প্রাপ্ত তথ্যের বিবরণ
বিশ্লেষণ

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলা প্রবাদে লোকশিক্ষা
প্রাপ্ত তথ্যের বিবরণ
বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলা লোকনাট্যে লোকশিক্ষা
প্রাপ্ত তথ্যের বিবরণ
বিশ্লেষণ

দৃষ্টান্ত-২: সামগ্রিক বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ছড়ায় লোকশিক্ষা

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলা প্রবাদে লোকশিক্ষা

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলা লোকনাট্যে লোকশিক্ষা

পঞ্চম অধ্যায় : সামগ্রিক বিশ্লেষণ

উপরে আমরা দেখলাম কীভাবে সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্লেষণ করা যায়। গবেষক অধ্যায়ভিত্তিক বা সামগ্রিক, যেকোন পদ্ধতিই অনুসরণ করতে পারে। তবে যে পদ্ধতিই অনুসরণ করুন না কেন, গবেষককে এক বা একাধিক তত্ত্ব বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করতে হয়। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি, টাইপ-মোটিফ ইণ্ডেকস, নৃ-তত্ত্ব, প্রদর্শনতত্ত্ব ইত্যাদির অনুসরণ লক্ষ করা যায়। সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ, নারীবাদ, নিম্নবর্গ চেতনা, মধ্যবিত্ত চেতনা, মন-সমীক্ষণ পদ্ধতি, উপনিবেশবাদ ইত্যাদি তত্ত্ব বা পদ্ধতির অনুসরণ করা যেতে পারে।

৪.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

গবেষণা হল একটি অনুসন্ধানমূলক কাজ। অনুসন্ধানে তথ্য হল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে গবেষণার তথ্য ও তার উৎস এবং গবেষণার তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি ও সংগৃহীত তথ্য-বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- গবেষণার তথ্য ও তার উৎস সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।
- গবেষণার তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।
- সংগৃহীত তথ্য-বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

৪.৯ অতিরিক্ত পঠন

- ইসলাম, শেখ মকবুল (২০১২); গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ইসলাম ফখরুল, রাসুল মোহাম্মদ ইপ্তেখার সুলতানা নাসরিন এবং দাস সম্পা(২০১৭); থিসিস গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা

- চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস(২০০৫); সামাজিক গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া; কলকাতা: আরামবাগ বুক হাউস
- পাল, দেবাশিস (২০১৯); গবেষণা পদ্ধতি ও রাশিবিজ্ঞানের কৌশল; কলকাতা: রীতি বুক এজেন্সী
- পাল শ্রাবণী ও দাস বেলা (সম্পা) (২০১১) গবেষণা তত্ত্বতালাশ; কলকাতা: পারুল প্রকাশনী
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি (২০২০); গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- মুখোপাধ্যায়, জগমোহন (২০২০); গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স
- সাইফুদ্দীন, কাজী (২০২১); গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : আবীর পাবলিকেশন্স
- সেন, দীপক (২০২২); সাহিত্য-গবেষণা; গুয়াহাটি : বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ

✓ ৪.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত

১। গৌণ তথ্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যে তথ্য-উৎস প্রস্তুত করা হয়, তাকে তৃতীয় শ্রেণির বা টার্শিয়ারি তথ্য-উৎস বলে।..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ৪.৩.৩)

২। ক্ষেত্রসমীক্ষার গবেষণার সময় সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষাৎকারের পদ্ধতিকে Verbal Method–ও বলা হয়। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে, প্রশ্নকর্তা, উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়াকে বা উত্তরকে সংগ্রহ করেন। ..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৪.৪.১.২)

৩। সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা-পূরণ, লোখিত নোট ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর ক্ষেত্রে এডিটিং প্রয়োজনীয়।..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৪.৫.১)

⑦ ৪.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। গবেষণার তথ্য ও তার উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩। সংগৃহীত তথ্য-বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করুন।

*** *** ***